HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০১ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন
টপিক ০২: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
টপিক ০৩: অ্যাটর্নি জেনারেল
টপিক ০৪: মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
টপিক ০৫: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৬: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

বাংলাদেশে সংবিধানের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে; যথা- ১. সরকারি কর্ম কমিশন, ২. নির্বাচন কমিশন, ৩. অ্যাটর্নি জেনারেল, ৪. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। এসব প্রতিষ্ঠান 'সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান' (Constitutional Institution) নামে পরিচিত। এ অধ্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও মেধার ওপরই সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এজন্য মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একটি পৃথক কর্মকমিশনের দ্বারা কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগদানের ব্যবস্থা বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই প্রচলিত রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারি কর্মে কর্মচারী নিয়োগ বা নির্বাচনের দায়িত্ব পালনের জন্য ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি 'সরকারি কর্মকমিশন আদেশ' জারি করেন।এ আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি (প্রথম) কর্মকমিশন ও বাংলাদেশ সরকারি (দ্বিতীয়) কর্মকমিশন নামে দুটি কমিশন গঠিত হয়। 'প্রথম কর্মকমিশন' প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাদের সংগ্রহ, বাছাই, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। 'দ্বিতীয় কর্মকমিশন' সরকারি কাজে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নন-গেজেটেড কর্মকর্তাদের সংগ্রহ, বাছাই, পদোন্নতি ও বিভিন্ন বিষয়াদির সাথে সংযুক্ত ছিল।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

১৯৭৭ সালের ২৮ নভেম্বর 'রাষ্ট্রপতির ৫৭নং অধ্যাদেশ' অনুযায়ী দুটি কর্মকমিশনের পরিবর্তে একটি কর্মকমিশন গঠিত হয়।২ ১৯৭৭ সালের ২২ ডিসেম্বর এ কমিশন 'বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন' নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে একটি 'সরকারি কর্মকমিশন' রয়েছে।

কমিশনের কার্যক্রম সাতটি শাখায় বিন্যস্ত। প্রতিটি শাখার দায়িত্বে একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন। কমিশনের প্রধান অফিস ঢাকাতে অবস্থিত। এছাড়া খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, রংপুরে কমিশনের আঞ্চলিক অফিস রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

ক. গঠন: সংবিধানের '২য় পরিচ্ছেদ-এর ১৩৭ নং অনুচ্ছেদ'-এ বলা হয়েছে যে, 'আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাবে এবং একজন চেয়ারম্যানকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হবে, সেরূপ অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে প্রত্যেক কমিশন গঠিত হবে'।

সংবিধানের '১৩৮ অনুচ্ছেদ'-এ বলা হয়েছে যে 'প্রত্যেক সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নয়) সংখ্যক সদস্য

এমন ব্যক্তিগণ হবেন, যাঁরা কুড়ি বছর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোনো সময়ে কার্যরত কোনো সরকারের কর্মে কোনো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন'।

রাষ্ট্রপতির ৫৭ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যসংখ্যা অন্যূন ৬ জন এবং অনূর্ধ্ব ১৫ জন নির্ধারণ করা হয়েছে।

খ. কর্মের শর্তাবলি: সংবিধানের '১৩৮ (২) অনুচ্ছেদ'-এ বলা হয়েছে যে, 'সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইন সাপেক্ষে কোনো সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ হবে'।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

গ. পদের মেয়াদ: সংবিধানের '১৩৯ অনুচ্ছেদ'-এ বলা হয়েছে যে,

'(১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো সদস্য তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া-এর মধ্যে যা' অগ্রে ঘটে, সে কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

(২) সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোনো সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো সদস্য অপসারিত হবেন না।

(৩) কোনো সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

(৪) কর্মাবসানের পর কোনো সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে পুনরায় নিযুক্ত হবার যোগ্য থাকবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদের (১) দফা-সাপেক্ষে

(i) কর্মাবসানের পর কোনো চেয়ারম্যান এক মেয়াদের জন্য পুনর্নিয়োগ লাভের যোগ্য থাকবেন; এবং

(ii) কর্মাবসানের পর কোনো সদস্য (চেয়ারম্যান ব্যতীত) এক মেয়াদের জন্য কিংবা কোনো সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগ লাভের যোগ্য থাকবেন'।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

ঘ. কর্মকমিশনের দায়িত্ব: সংবিধানের '১৪০ অনুচ্ছেদ'-এ কর্মকমিশনের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

(১) কোনো সরকারি কর্মকমিশনের দায়িত্ব হবে-

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোনো বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হলে সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান; এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন এবং কোনো কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোনো প্রবিধানের (যা' অনুরূপ আইনের সাথে অসামঞ্জস্য নয়) বিধানাবলি-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোনো কমিশনের সাথে পরামর্শ করবেন।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ দান, উক্ত কর্মের এক শাখা হতে অন্য শাখায় পদোন্নতি দান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগ দান, পদোন্নতি দান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয়ে সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে, এরূপ বিষয়াদি; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

৬. বার্ষিক রিপোর্ট: সংবিধানের '১৪১ অনুচ্ছেদ' অনুযায়ী কর্মকমিশন প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বছরের স্বীয় কার্যাবলি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন এবং তা রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করবেন। এ রিপোর্টের সঙ্গে একটি স্মারকলিপি থাকবে এবং এতে:

ক. যেকোনো ক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ গৃহীত না হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে পরামর্শ গৃহীত না হবার কারণ এবং

খ. যেসব ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয়নি সেসব ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করার কারণ সম্পর্কে কমিশন যতদূর অবগত ততদূর লিপিবদ্ধ করবেন। যে বছর রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, সে বছর একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও স্মারকলিপি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

এছাড়া কর্মকমিশন আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও আরোপিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন। কর্মকমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনস্থ অ্যাডহক ভিত্তিক নিয়োগ অনুমোদন, নিয়োগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন, নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা, সরকারি চাকরিতে পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, বিভাগীয় ও পেশাগত বিভিন্ন পরীক্ষার নিয়মাবলি, পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষা অনুমোদন করে থাকে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

চ. কর্মকমিশনের মর্যাদা: সরকারি কমিশন একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা। এ কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও চেয়ারম্যানের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মের মেয়াদ ও অন্যান্য শর্ত পর্যালোচনা করলে এ কমিশনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মর্যাদা অনুমিত হয়। কর্মকমিশনের স্বাধীন মর্যাদা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সংবিধান কমিশনের চেয়ারম্যানকে কর্মাবসানের পর প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্ম লাভ থেকে বিরত রেখেছেন। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন কিন্তু প্রমাণিত ক্ষেত্র ব্যতীত খেয়াল-খুশি মতো তিনি তাদের অপসারণ করতে পারেন না। কর্মকমিশনের সদস্যবৃন্দ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমমর্যাদার অধিকারী। আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থেকে তাঁরা নিজস্ব দায়িত্ব নির্বাহ করবেন। নিয়োগের পর কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের বেতন, ভাতা, সুবিধাদির ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। এ উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যয় বাংলাদেশ সরকারের নির্দিষ্ট তহবিল থেকে ব্যয়িত হবে এবং তা সংসদে ভোটযোগ্য হবে না।

কর্মকমিশন একটি নিরপেক্ষ বিধিবদ্ধ সংস্থা। ন্যায়নিষ্ঠ, অভিজ্ঞ এবং সততার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি জনগণের প্রগাঢ় আস্থা বিরাজমান।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

কর্মকমিশনের গোপনীয়তা, দক্ষতা, সততা (Secrecy, Skillness, Honesty of the Public Service Commission)

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও মর্যাদাসম্পন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থা। কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদ সাংবিধানিক পদ। সংবিধানে তাঁদের পদমর্যাদা, পদের মেয়াদকাল, অপসারণ পদ্ধতি ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। কমিশন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এর চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদ সাংবিধানিক পদ হওয়ায় কর্মকমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন। সরকার ইচ্ছে করলেই কর্মকমিশনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কিংবা অন্যায়ভাবে বা বিধি-বহির্ভূতভাবে এর চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে অপসারিত করতে পারেন না। নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে কর্মকমিশন স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। কর্মকমিশন নিরপেক্ষভাবে প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে বাছাই ও নিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে কর্মকমিশন ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, নারী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ না করে সম্পূর্ণভাবে মেধার ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী বাছাই করেন। কর্মকমিশন যোগ্য ও মেধাবীদেরকে কর্মচারী হিসেবে বাছাই ও নিয়োগ দেয়ার জন্যই তাদের কাজ-কর্মে গোপনীয়তা বজায় রাখে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে ওঠে যোগ্য লোক বাছাইয়ের জন্য কর্মকমিশনের এ গোপনীয়তা অপরিহার্য।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে একটি দক্ষ ও সৎ প্রশাসনের ওপর। কর্মকমিশন এরূপ দক্ষ ও সৎ লোক বাছাই এবং নিয়োগ দানের জন্য সচেষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে কর্মকমিশন রাজনৈতিক চাপ, তদবির, হুমকি, প্রলোভন ইত্যাদিকে এড়াতে পারলেই একটি ভাল প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব। শুধু সততা নয়, দক্ষতাও এক্ষেত্রে কর্মকমিশনের আবশ্যকীয় গুণ হিসেবে বিবেচ্য হয়ে ওঠে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০২ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

টপিক ০২: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। এ কমিশন রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন ও অন্যান্য নির্বাচন পরিচালনা করবে। স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে সাংবিধানিকভাবে শপথের দ্বারা দায়বদ্ধ। সংবিধানের 'অনুচ্ছেদ: ১১৮ (৪)'-এ বলা হয়েছে যে, 'নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হবেন'।

নির্বাচন কমিশনের গঠন: সংবিধানের '১১৮ নং অনুচ্ছেদ'-এ বলা হয়েছে যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি 'নির্বাচন কমিশন' গঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন এবং সংসদের বিধান সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাদের কর্মের শর্তাবলি নির্ধারিত হবে। একাধিক নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সভাপতিরূপে কার্যনির্বাহ করবেন [অনুচ্ছেদ ১১৮(১)(২)]।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ: নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদকাল তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বছর। তবে নির্বাচন কমিশনাররা রাষ্ট্রপতির কাছে স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র পেশ করে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন কিংবা কোনো অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ যে কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হন সে কারণে ও সে পদ্ধতিতেই শুধু নির্বাচন কমিশনারগণ অপসারিত হবেন। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনে প্রধান কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর কোনো ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। তবে অন্যান্য নির্বাচন কমিশনাররা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদে নিযুক্ত হতে পারবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ হবে।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় 'নির্বাচন কমিশন সচিবালয়' নামে নির্বাচন কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় রয়েছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত একজন সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি: নির্বাচন কমিশন যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পাদন করে তা নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।

২. জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা।

৩. সংসদের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও নির্দেশ প্রদান।

৪. সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনি এলাকার সীমা নির্ধারণ।

৫. সঠিক নিরপেক্ষ নির্বাচন কাজের জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ।

৬. রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাই করা এবং বাছাইকৃত মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

৭. নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা, ফলাফল একত্রীকরণ এবং সরকারি গেজেটে তা প্রকাশ করা।

৮. নির্বাচনি অভিযোগ-মোকদ্দমা মীমাংসার লক্ষ্যে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন।

৯. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ।

১০. রাজনৈতিক দল নিবন্ধন এবং তা' গেজেটে প্রকাশ।

১১. উল্লিখিত কার্যাদি ব্যতিরেকে সংবিধান অনুযায়ী এবং আইনের দ্বারা অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন।

নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান: সংবিধানের '১২৬ অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, 'নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে'।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০৩ অ্যাটর্নি জেনারেল

টপিক ০৩: অ্যাটর্নি জেনারেল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অ্যাটর্নি জেনারেল

বাংলাদেশের সংবিধানের '৬৪ অনুচ্ছেদ' অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রে একজন অ্যাটর্নি জেনারেল থাকবেন।

নিয়োগ: সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ করবেন। অ্যাটর্নি জেনারেলকে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ করা হবে।

মেয়াদ ও কর্মের শর্ত: অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন এবং নির্ধারিত বেতন ও ভাতা প্রাপ্ত হবেন। তিনি রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

পদত্যাগ ও অপসারণ: রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত পত্রে অ্যাটর্নি জেনারেল পদত্যাগ করবেন। প্রমাণিত অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের কারণে তাঁকে রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারবেন। তাঁকে অপসারণের জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় তা প্রয়োজন হবে।

পদমর্যাদা: অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের প্রধান সরকারি আইন কর্মকর্তা। বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁর মামলা পরিচালনার অধিকার রয়েছে। তিনি পদাধিকার বলে বার কাউন্সিলের চেয়্যারম্যান ও সকল বারের নেতা। তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের ন্যায় মর্যাদা ভোগ করবেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল

অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা ও কাজ: অ্যাটর্নি জেনারেল নিম্নলিখিত কাজ :

১। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

২। অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালনের জন্য সকল আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে পারবেন।

৩। প্রজাতন্ত্রের পক্ষে আইনের জটিল প্রশ্নে মত প্রকাশ করবেন।

৪। বাংলাদেশ সরকারের আইনবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০৪ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

টপিক ০৪: মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

সংবিধানের '১২৭ নম্বর অনুচ্ছেদ' অনুযায়ী বাংলাদেশের হিসাব নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন 'মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক' থাকবেন।

নিয়োগ ও কর্মের শর্ত: তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। সংবিধান এবং সংসদের বিধান সাপেক্ষে তাঁর কর্মের শর্তাবলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে [অনুচ্ছেদ ১২৭(১) (২)]।

কর্মের মেয়াদ ও পদচ্যুতি: মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর বা তাঁর ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁর পদমর্যাদা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ন্যায়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিবৃন্দ যে কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হবেন, সেই কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত তাকে অপসারণ করা যাবে না। প্রমাণিত অযোগ্যতা ও অসামর্থ্যের কারণে তিনি পদচ্যুত হতে পারেন। রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রে তিনি পদত্যাগ করতে পারবেন। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের পদ শূন্য হলে অথবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা প্রভৃতি কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে, পুনরায় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি একজন অস্থায়ী মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত করবেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মে নিযুক্ত হতে পারবেন না (অনুচ্ছেদ ১২৯)।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষার আকার ও পদ্ধতি: সংবিধানের '১৩১ অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহাহিসাব-নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হবে।

সংসদে মহাহিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন: প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহাহিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা' সংসদে পেশ করবার ব্যবস্থা করবেন (অনুচ্ছেদ ১৩২)।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জাতীয় অর্থের অভিভাবক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এগুলো নিম্নরূপ:

১। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করবেন এবং অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দিবেন।

২। এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রজাতন্ত্রের কার্যে নিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তির নথি, বই, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন বা সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষা করবেন এবং এরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করবেন।

৩। জাতীয় সংসদের আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যেকোনো যৌথ সংস্থার হিসাব তিনি নিরীক্ষা করবেন এবং অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করবেন।

৪। উপরোল্লিখিত কার্যাদি ছাড়া জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা তাঁর ওপর যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করবে সেসব দায়িত্ব তিনি সম্পাদন করবেন।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

৫। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মহাহিসাব নিরীক্ষক অন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণাধীন হবেন না।

৬। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে যে পদ্ধতি নির্ধারিত হয়, সে পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রাখবেন।

৭। প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত রিপোর্ট "মহাহিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট" নামে অভিহিত হবে। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তা রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করবেন এবং রাষ্ট্রপতি ঐ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করবেন।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

অস্থায়ী মহাহিসাব নিরীক্ষক: সংবিধানের '১৩০ অনুচ্ছেদ'-এ বলা হয়েছে যে, 'কোনো সময়ে মহাহিসাব-নিরীক্ষকের পদ শূন্য থাকলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তিনি কার্যভার পালনে অক্ষম বলে রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হলে ক্ষেত্রমত এই সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদের অধীন কোনো নিয়োগদান না করা পর্যন্ত কিংবা মহাহিসাব-নিরীক্ষক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কোনো ব্যক্তিকে মহাহিসাব-নিরীক্ষকরূপে কাজ করবার জন্য এবং উক্ত পদের দায়িত্বভার পালনের জন্য নিয়োগ দান করতে পারবেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০৫ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১।বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কয়টি? [ঢা. বো. ২০১৬; অভিন্ন প্রশ্ন ২০১৮]

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

২। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হলো- [কু. বো. ২০২২]

i. মানবাধিকার কমিশন

ii. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

iii. নির্বাচন কমিশন

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩।সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে নিয়োগ করেন কে?

ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী গ. স্পীকার ঘ. চীফ হুইপ

৪। নিচের কোন্টি সাংবিধানিক সংস্থা?[ম. বো. ২০২৩] [য. বো. ২০২২]

ক. মানবাধিকার কমিশন খ. পরিকল্পনা কমিশন

গ. দুর্নীতি দমন কমিশন ঘ. নির্বাচন কমিশন

৫। কোন্টি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান-[চ. বো. ২০২২]

ক. বাংলা একাডেমী খ. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

গ. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ঘ. এশিয়াটিক সোসাইটি

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬।কোন্টি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়?[ব. বো. ২০২২]

ক. নির্বাচন কমিশন
খ. সরকারি কর্মকমিশন
গ. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
ঘ. দুর্নীতি দমন কমিশন

৭। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান কয়টি?[সি. বো. ২০২২]

ক. ২
খ. ৩
গ. ৪
ঘ. ৫

৮।সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো-

ক. রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে গঠিত
খ. প্রশাসনিক আইন দ্বারা সৃষ্ট
গ. জাতীয় সংসদে প্রণীত আইন দ্বারা সৃষ্ট
ঘ. সংবিধানের আইন বলে সৃষ্ট

১০।সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয় কোন্টি? [সি. বো.২০২৩; দি. বো. ২০১৬]

ক. নির্বাচন কমিশন
খ. সরকারি কর্মকমিশন
গ. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
ঘ. দুর্নীতি দমন কমিশন

১১। সাংবিধানিক পদ হচ্ছে- [কু. বো. ২০২৩]
i. সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ii. নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান
iii. অ্যাটর্নি জেনারেল
নিচের কোন্টি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন অধ্যাদেশ জারি হয় কখন? [চ. বো. ২০২৩]
ক. ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি খ. ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল
গ. ১৯৭২ সালের ১৮ এপ্রিল ঘ. ১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল

১৩। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? [ঢা. বো.২০২৩]
ক. স্থানীয় প্রতিষ্ঠান খ. স্বয়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
গ. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ঘ. সরকারি প্রতিষ্ঠান

১৪। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কত সালে গঠিত হয়? [কু. বো. ২০১৭]
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৪ সালে গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৭৭ সালে

১৫। সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশনের গঠন উল্লেখ আছে?
[ব. বো. ২০২৩, ২০২২; সি. বো. ২০১৯]
ক. ১২১ খ. ১২৭ গ. ১৩৭ ঘ. ১৪৭

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

টপিক – ০৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মি. রাজীব বাংলাদেশের একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে। মি. রাজীব মনে করেন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম।[দি. বো. ২০১৬]

প্রশ্ন:

ক. BPSC এর পূর্ণরূপ কী?

খ. উপজেলা পরিষদ কীভাবে গঠিত হয়?

গ. মি. রাজীব যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার গঠন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মি. রাজীবের মন্তব্যটির সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বিধান সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন, মেধাবী ও দক্ষ লোক বাছাইয়ের কাজ করে।

[অভিন্ন প্রশ্ন ২০১৮]

প্রশ্ন:

ক. নির্বাচন কী?

খ. সার্বজনীন ভোটাধিকার বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপর রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভরশীল-বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

শরিফুল আলম একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান। ঐ প্রতিষ্ঠান দেশে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য লোক বাছাই করার গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকে। উপযুক্ত লোক বাছাই করতে প্রতিষ্ঠানের সকলকে সততা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হয়।[ঢা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে কে নিয়োগদান করেন?

খ. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে শরিফুল আলম এর সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. 'উক্ত প্রতিষ্ঠানের সততা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার ওপর দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ভরশীল'- তুমি কী এ কথার সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

THANK YOU